Released 14-4-1956

* দিলীপ পিকচার্স-এর নিবেদন *

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

চিরকুমার সভা

পরিচালনা :: দেবকীকুমার বসু

কাহিনীর পূর্বাভাস

চিরকুমার সভার বর্তমান সভাপতি চন্দ্রমাধব বাবু যে দিন সভায়
উঠেই রসিক বাবুকে বললেন যে: আমরা মনে করছি যে আমাদের
সভা থেকে চিরকুমার ব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব — আপনি কি পরামর্শ
দেন? [redacted] এর উত্তরে রসিক বাবু যথারীতি জবাব দিলেন: আমার
পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন; নইলে যে কোন দিন আপনিই উঠে যাবে।
তখনি প্রথম ধাক্কা গেল — সভার অবস্থায় কিছু ফাটল। বোঝা গেল,
সেই সভার সভ্য কয়টি আর চিরকুমার থাকতে একান্তই নারাজ।
[redacted] - চিরকালের নিয়ম [redacted]
বাতিল করে অনিয়ম করবার লক্ষ্য কেমন করে [redacted] ঘনিয়ে এল,
এই কাহিনীর ইতিহাস জানাতে হলে — তার আগে জানতে হয়,
সভার চিরন্তন নিয়ম [redacted] কি ছিল।

চন্দ্রমাধববাবু কলকাতার কোন কলেজের অধ্যাপক। শ্রীশ আর বিপিন এই দুইটি যুবক-সভ্যকে নিয়ে চন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই ঘর আলো করে বসে চিরকুমার সভা। এঁদের প্রধানতম উদ্দেশ্য ভারতের দারিদ্র্যমোচন এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। চিরকৌমার্যের ব্রত নিয়ে সভ্যগণ সেই সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর। সম্প্রতি এই বাড়ীতে পূর্ণ নামে আর একটি যুবক এসে চিরকুমার সভার সভ্যভুক্ত হয়েছেন। শ্রীশ এবং বিপিনের অভ্রান্ত ধারণায় চন্দ্রবাবুর তরুণী ভাগিনেয়ী কুমারী নির্মলাই তার মূল আকর্ষণ।

সে যাই হোক, চন্দ্রবাবু চিরকুমার সভার নিয়ম-কানুন করেছেন বড় কঠোর। শুধু চিরকুমার থাকলেই চলবে না; এই সভায় কুমারীদের চিরকালের প্রবেশ নিষেধ। এ নিয়ে অবশ্য দুই সভ্য এবং শ্রীশ বিপিনের সঙ্গে সভাপতির মতান্তর আছে। শ্রীশ এবং বিপিনের মতেও পুরোপুরি মিল নেই। এই সভার প্রাক্তন সভাপতি অক্ষয়বাবুর আমলে সভা জমত ভালো—শ্রীশের এই ধারণায় বিপিনের খুব ঘোর না হলেও কিছুটা আপত্তি। তার মতে চিরকৌমার্য ব্রতধারীদের পক্ষে অক্ষয়বাবুর রসাধিক্য ভালো হোত না। উল্টোপক্ষে শ্রীশ বলেন: চিরজীবন অবিবাহিত থাকব এই প্রতিজ্ঞাই ত যথেষ্ট; তাই বলে কী সব দিক থেকেই শুকিয়ে মরতে হবে?

বিবাহজনিত ব্রতভঙ্গ করার অপরাধে পরিত্যক্ত অক্ষয় এসে সেদিন চিরকুমার সভায় উপস্থিত। তাঁর দুটি প্রস্তাব। প্রথমটি দুটি নতুন সভ্যের প্রবেশাধিকার। তার একজন যে বিবাহ কোনকালেই করবেন না, তার জামিনদাতা অক্ষয়বাবু স্বয়ং। আর একজন বয়োধর্মে সন্দেহের অতীত। দ্বিতীয় প্রস্তাব, চন্দ্রবাবুর আলোবাতাসহীন বদ্ধ ঘর থেকে অক্ষয়বাবুর বাড়ীর বড় ঘরে সভার স্থান পরিবর্তন।

সভ্য গ্রহণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠলো না। তাঁদের নাম-ধাম-বিবরণ সমেত সমস্ত খবর চাওয়া হোল। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে পূর্ণর যথেষ্ট আপত্তি দেখা গেল। কিন্তু বাক্যবাগীশ

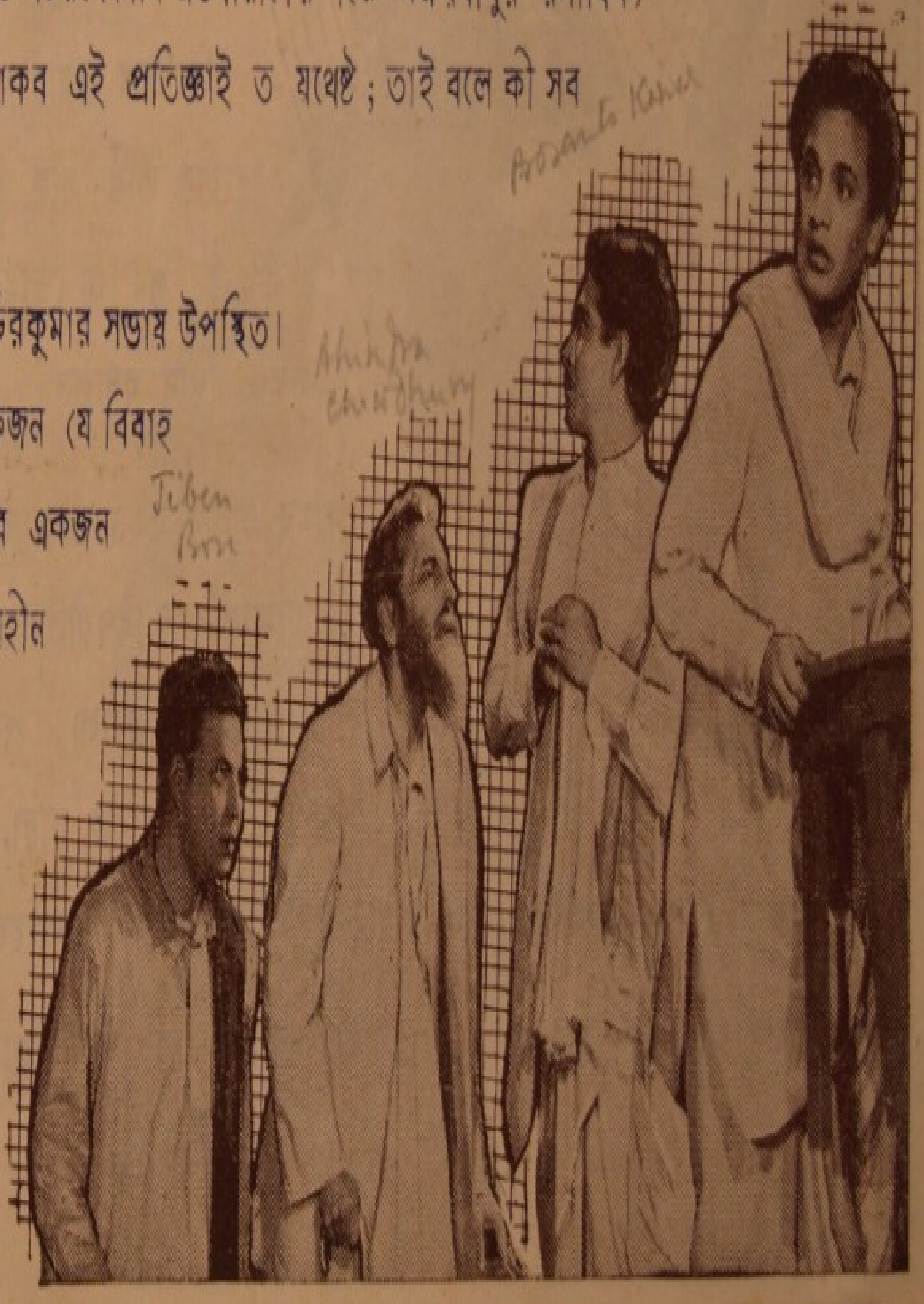

চন্দ্রবাবু সে প্রতিবাদে কান না দিয়ে নতুন ঘরটি দেখতে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে চলে গেলেন।

এদিকে স্থানপরিবর্তনের মুহূর্তে কুমারী নির্মলা জানালেন, তিনি চিরকুমার সভার সভ্য হবেন ; অন্য সভ্যদের মতই আজীবন অবিবাহিত থেকে দেশের কাজ করবেন। চন্দ্রবাবু তাকে নিরস্ত করবার জন্যে বল্লেন : আমরা ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। নির্মলা জবাব দিলেন : ভারতবর্ষে কি কেউ কখনও সন্ন্যাসিনী হয় নি!

নিরুত্তর হ'লেন চন্দ্রবাবু।

নির্মলার কথায় ভাবতে লাগলেন শ্রীশ আর বিপিন। সভার স্থান পরিবর্তনের কথায় তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাতে দ্বিধা করেননি। কেবল সায় দেন নি পূর্ণ। এবারে পূর্ণ না ভেবেচিন্তেই কিন্তু নির্মলার সভায় যোগদানের ব্যাপারে সবচেয়ে আগে সম্মতি দিয়ে বসলেন।

অক্ষয়ের বাসায় তখন তার দুই অবিবাহিতা শ্যালিকা, নীরবালা ও নৃপবালা বর্তমান। নৃপবালা শান্ত স্নিগ্ধ। নীরবালা তার বিপরীত। কৌতুকে ও চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত। আর আছেন এদের অপর একটি সহোদরা, বালবিধবা শৈলবালা। শাশুড়ী জগত্তারিণীকে নিয়ে অক্ষয়ের স্ত্রী পুরবালা ইতিমধ্যে কাশী চলে গেছেন। এরা যাবার আগে, এই বাড়ীতে বৃদ্ধ রসিক দাদা, তার 'বড়মা' জগত্তারিণীর তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে, নৃপ ও নীরর জন্যে এমন দুটি কুলীনের ছেলে জোগাড় করে নিয়ে এলেন, কন্যাদায়ের দুঃখের চেয়েও যারা হাজার গুণে অসহ্য।

অক্ষয়ের শ্বশুরবাড়ীর প্রশস্ত ও সুসজ্জিত হলঘরে নতুন করে আরম্ভ হোল চিরকুমার সভার অধিবেশন। নতুন যে সভাটি

প্রত্যক্ষভাবে সভায় যোগদান করলেন অক্ষয় জানালেন, তাঁর নাম অবলাকান্ত। তার পরেই আবির্ভাব ঘটলো রসিক দাদার—অক্ষয় থেকে আরম্ভ কোরে যিনি সকলের প্রিয় ও সুপরিচিত।

নতুন স্থানে সভারম্ভের পর সর্বসম্মতিক্রমে নির্মলা এসে প্রথম স্ত্রী—সভারূপে সভা আলোকিত করলেন। শুধু নেপথ্যে রইলেন অক্ষয় আর তাঁর দুই শ্যালিকা—নৃপবালা ও নীরবালা।

সভা না জমলেও জমে উঠলো নাটক।

নির্মলার সঙ্গে নতুন সভ্য অবলাকান্ত বাবুর গায়ে পড়া ব্যবহার, পূর্ণর চোখে তেমন ভাল ঠেকে না। রসিকদাদাকে কাছে পেয়ে পূর্ণ প্রতিবাদ জানান।

'ন'-লেখা একটি রুমাল, নীরবালার না নৃপবালার—তা নিয়ে অবলাকান্তবাবু ও শ্রীশের বিবাদ। মেটাবার ভার নেন রসিকদাদাই। ওদিকে নীরবালার ভুল করে ফেলে যাওয়া গানের খাতা কেন বিপিনবাবু হস্তগত কোরলেন, তারও জবাবদিহি করতে হয় বৃদ্ধ রসিককেই।

পূর্ণ সবদিক থেকেই পিছিয়ে আছেন। মনের কথা তার মনের কোনেই লুকিয়ে থাকে। নির্মলার কাছে এগিয়ে গেলেই তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। সর্বদাই দেখতে পায় অবলাকান্ত তাকে যেন গ্রাস করে বসে আছেন।

কিন্তু আর নয়; একদিন সে মনে খানিকটা সাহস সঞ্চয় কোরে অঘটন ঘটিয়ে ফেললো। লিখে পাঠালো চন্দ্রবাবুকে এক চিঠি—সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে। চন্দ্রবাবু নির্মলাকে চিঠির

মূলমর্মটুকু শোনালেন। নির্মলার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। চন্দ্রবাবুকে জানালেন : এ হ'তেই পারে না। তার মামা এ সব বিষয়ের কিছুই বোঝেন না।

জগত্তারিণী পুরবালাসহ কাশী থেকে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন শ্রীশ-বিপিনের জীবন-মরণ সমস্যা। পাত্র সেখান থেকেই ঠিক কোরে এসেছেন নৃপ ও নীরর জন্যে। সময় আর নেই। আজ সন্ধ্যায় তারা আসবে।

তরুণ এবং তরুণী, দুই দলেরই রক্ষার ভার নিলেন অকূলের কাণ্ডারী রসিকদাদা। তিনি বড়মা'র নির্বাচিত পাত্রদুটিকে কৌশলে ভুল ঠিকানায় চালান করে দিয়ে শ্রীশ ও বিপিনকে উপস্থিত করলেন যথাস্থানে। রসিকের মতলব সিদ্ধ হোল। জগত্তারিণী কিছুই জানতে পারলেন না। অপরিচিত ছেলে দুটির পরিবতে শ্রীশ ও বিপিনকে পাত্ররূপে আবিষ্কার কোরে বিদ্রোহিনী দুটি মেয়ের মুখে আবার হাসি ফুটলো। জগত্তারিণী খুসী হয়ে তাঁদের আশীর্বাদ কোরলেন হাতে গিনি দিয়ে।

আর পূর্ণ?

অবলাকান্ত হঠাৎ যেন কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। তার বদলে বেশ পরিবর্তন কোরে দেখা দিলেন শৈলবালা। চন্দ্রবাবুকে প্রণাম জানিয়ে বল্লেন : আমাকে ক্ষমা কোরবেন।

এই অবকাশে, নির্মলার নিকটে এসে পূর্ণ নিবেদন করলেন : আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল—আমার মতো অযোগ্য—

এর উত্তরে নির্মলা নিরুত্তর রইলেও চন্দ্রবাবু চুপ কোরে থাকতে পারলেন না। তিনি বল্লেন : কিছু অন্যায় হয়নি পূর্ণবাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মলা না বুঝতে পারেন তো সে নির্মলারই বিবেচনার অভাব।

অতএব, রসিকদা'র ভাষায়, প্রজাপতির আদালতে ডিক্রী পেয়ে গেলেন পূর্ণবাবু।

সঙ্গীত

॥ এক ॥

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তা'রে।

আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীতমুখরিত গগনে,
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো!

এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

একি নিবিড় বেদনা বন মাঝে,
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে।

দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া,
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে!

মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে—
এই সৌরভবিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?

ওহে সুন্দর, বল্লভ, কান্ত;
তব গম্ভীর আহ্বান কারে!

[অক্ষয়]

॥ দুই ॥

কী জানি কী ভেবেছ মনে
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে যায়,
ঐ ছল ছল নয়নে।

[অক্ষয়]

॥ তিন ॥

না ব'লে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তার রই, তবুও ব্যথা যে রয় পরানে।
যে-পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে,
পাছে তার ভুল ভেঙ্গে যায়
চলে যায় কোন উজানে।
এল যেই এল আমার আগল টুটে
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে খেপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে।

[নীরবালা]

॥ চার ॥

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী,—
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি
তিন পোয়া হুইস্কি।

[অক্ষয়-দারুকেশ্বর-মৃত্যুঞ্জয়]

॥ পাঁচ ॥

কতকাল রবে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত ~~পলকা-জ~~ করে।
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গিমটন।
যাও ঠাকুর-চৈতন-চুটকি নিয়া –
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

[অক্ষয়-দারুকেশ্বর-মৃত্যুঞ্জয়]

|| ছয় ||

ওগো চিরপুরানো চাঁদ।
চির দিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ।
পুরানো হাসি পুরানো সুধা,
মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ।

[অক্ষয়]

|| সাত ||

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ
(তাই) ভাবতে বেলা অবসান।

[অক্ষয়]

|| আট ||

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব।
আঁচল বিছায়ে রাখি, পথ-ধুলা দিব ঢাকি
ফিরে এলে হে বিজয়ী হৃদয়ে বরিয়া লব।
আনিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে—
নব বসন্ত শোভা এনো এ শূন্যবনে।
সোনার প্রদীপ জ্বালো, আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।

[নীরবালা]

|| নয় ||

ওগো তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।
ওপারেতে উপবনে
কত খেলা কত জনে,
এপারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে।

[নীরবালা]

|| দশ ||

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি,
সখি, জাগো জাগো।
মেলি' রাগ-অলস আঁখি
অনুরাগ অলস আঁখি সখি, জাগো জাগো ||

আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ ফাগুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি'— সখি, জাগো জাগো।

জাগ নবীন গৌরবে,
নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে
জাগ নিভৃত নির্জনে।

জাগো আকুল ফুল সাজে,
জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি' থাকি'—সখি, জাগো জাগো।

[অক্ষয় ও নৃপবালা]

|| এগারো ||

যেতে দাও গেল যারা
তুমি যেয়ো না, যেয়ো না—
আমার বাদলের গান হয় নি সারা।

কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার, নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল, কাঁপে চঞ্চল, অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।

দীপ নিবেছে নিবুক নাকো,
আঁধারে তব পরশ রাখো।

বাজুক কাঁকন তোমার হাতে
আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছলো ছলো জলে
ঝরে ঝরো ঝরো শ্রাবন-ধারা।

[নীরবালা]

|| বারো ||

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া
বেগে বহে শিরা ধমনী,
হায় হায় হায় ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমনী।

[অক্ষয়]

|| তেরো ||

মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি
কোন নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয় স্পন্দে।

আসে কোন তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চল প্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে
ওই অম্বর প্রাঙ্গণ মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে

অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লবপুঞ্জে
কার পদ পরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—
সমীরণ বন্ধনহারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে।

[নীরবালা]

॥ চোদ্দ ।

'দিন গেলরে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া,
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়া।'

[নীরবালা]

॥ পনেরো ॥

এবার তো যৌবনের কাছে মেনেচ হার মেনেচ ?
'মেনেচি'।

আপন-মাঝে নূতনকে আজ জেনেচ ?
'জেনেচি'।

আবরণকে বরণ করে' ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে
আপনাকে আজ বাহির করে' এনেচ ?
'এনেচি'।

এবার আপন প্রাণের কাছে মেনেচ, হার মেনেচ ?
'মেনেচি'।

মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেচ
'জেনেচি'।

লুকিয়ে তোমার অমরপুরী ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ-আঘাত হেনেচ ?
'হেনেচি'।

[অক্ষয় ও নৃপবালা]

॥ ষোল ॥

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু,
শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।

কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।

আকুল আঁচলে পথিকচরণে মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।

না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো'।

এসে এসো বিনা ভূষণেই,
দোষ নেই তাহে দোষ নেই ;

যে আসে আসুক ওই তব রূপ
অযতন ছাঁদে ছাঁদিয়ো

শুধু হাসিখানি আঁখিকোনে হানি'
উতলা হৃদয়ে বাঁধিয়ো।

[অক্ষয়]

। সতের ।

প্রেমের জোয়ারে বাসাবো দোঁহারে—
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।

ভুলিব ভাবনা, পিছনে চা'ব না—
পাল তুলে দাও, দাও দাও।

প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল,
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল—
পাগল হে নাবিক, ভুলাও দিগ্‌বিদিক
পাল তুলে দাও, দাও দাও।

চরিত্র চিত্রণে

অহীন্দ্র·জহর·উত্তম·নীতিশ
জীবেন·প্রশান্ত·তুলসী চক্রবর্তী
জহর রায়·অজিত চট্টোপাধ্যায়
·পঞ্চানন ভট্টাচার্য·
অনিতা·ভারতী·যমুনা
শোভা·তপতী·অপর্ণা

দিলীপ পিকচার্স-এর নিবেদন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

❁ চিরকুমার সভা ❁

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা **দেবকীকুমার বসু**

॥ চলচ্চিত্রায়নে :: বিশু চক্রবর্তী ॥ সংগীতে :: সন্তোষ সেনগুপ্ত ॥ শব্দানুলেখনে :: শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥

॥ শিল্প-তত্ত্বাবধানে :: সৌরেন সেন ॥ চিত্র-সম্পাদনায় :: গোবর্ধন অধিকারী ॥

॥ শিল্প-নির্দেশে :: পুলিন ঘোষ, গোপী সেন ॥ রূপ-সজ্জায় :: ত্রিলোচন পাল ॥ মৃৎশিল্পে :: প্রহ্লাদ পাল ॥

সাজ-সজ্জায় :: যতীন কুণ্ডু ॥ কর্ম সচিব :: সুকুমার বসু ॥ প্রচার-পরিচালনায় :: সুধীরেন্দ্র সান্যাল ॥

॥ ব্যবস্থাপনায় :: নীরদ বরন সেন ॥ স্থির-চিত্রগ্রহনে :: এডনা লরেঞ্জ লিঃ (স্টুডিও জাভেরী-লা) ॥

॥ প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনে :: ব্রাইটস্পট ও শিল্পী ॥

॥ যন্ত্র-সংগীতে :: ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা ॥ চিত্র-পরিস্ফুটনে : বেঙ্গল ফিল্ম ও নিউথিয়েটার্স লেবরেটারীজ্ লিঃ ॥

• নেপথ্য কণ্ঠদানে :: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় • সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় • পূরবী চট্টোপাধ্যায় •

সহকারী কলাকুশলী বৃন্দ :: পরিচালনায় :: বিজলী বরন সেন ॥ কনক বরন সেন ॥ শৈলেন চৌধুরী ॥

॥ চলচ্চিত্রায়নে : দুর্গা রাহা ॥ এ-কে-রক্ষা ॥ নির্মল মল্লিক ॥ শব্দানুলেখনে : গোপী কোলে ॥ সম্পাদনায় : মধুসূদন বন্দ্যোঃ ॥ অমিয় মুখোঃ ॥

॥ কৃতজ্ঞতার-স্বীকৃতিতে : কর্তৃপক্ষ ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ম্ ॥ চন্দ্রকুমার স্টোর্স্ ॥ এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স লিঃ ॥

॥ নিউথিয়েটার্স্ স্টুডিওতে গৃহীত ॥

॥ পরিবেশক :: ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ ॥

Jiban - Jamuna
Ullam - Amita
Basanti - Tapati
Nitish - Bharati

॥ ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট :: কলিকাতা-১৩ :: ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড-এর প্রচার-বিভাগ হইতে প্রকাশিত ॥
॥ পরিকল্পনা ও সম্পাদনা :: সুধীরেন্দ্র সান্যাল ॥ ॥ চিত্র-অলঙ্করণে 'ব্রাইট স্পট' এবং মুদ্রাঙ্কনে জুবিলী প্রেস :: ১৫৭এ, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিঃ ॥